بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৪ অক্টোবর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা কানাডা

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বললেন যে আমেলার সদস্যদের দায়িত্ব সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে কাজ করা এবং যাদের কোন সহায়তা প্রয়োজন তাদের পাশে দাঁড়ানো

৩ অক্টোবর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী)-র সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডা-র জাতীয় সদর দপ্তর বায়তুল ইসলাম মসজিদ কমপ্লেক্সের তাহের হল থেকে অংশগ্রহণ করেন।

প্রায় পঁচাত্তর মিনিটের এ সভায় ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট উপস্থাপন ও বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

হুযূর আকদাস কানাডার ন্যাশনাল মুবাল্লিগ-ইন-চার্জকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যে, কানাডায় নিযুক্ত সকল মুবাল্লিগ যেন তবলীগ এবং তরবিয়তের কাজে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে বৃহত্তর পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং আহমদীদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মুবাল্লিগদের একটি মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। হুযূর আকদাস নির্দেশনা প্রদান করেন যে, যতদিন কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ বলবৎ রয়েছে ততদিন তবলীগ এবং তরবিয়তী প্রোগ্রামসমূহ অনলাইন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হুযূর আকদাস বলেন যে, ওসীয়্যতকারীদের অনুধাবন করা উচিত যে কেবলমাত্র আর্থিক কুরবানী যথেষ্ট নয়। বরং, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা অনুসারে ওসীয়্যতকারীগণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নৈতিক ও ধর্মীয় মান প্রকাশ পাওয়া উচিত। তাদের মাঝে ইসলামের শিক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন হওয়া উচিত, ইসলামের বাণীকে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট থাকা উচিত, আর নিজ প্রিয়জনদের, সাথী আহমদীদের, এবং বৃহত্তর পরিসরে সমাজের সকল সদস্যের অধিকার রক্ষা করা উচিত।

সভায়, হুযূর আকদাস ন্যাশনাল আমেলার সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করেন, তারা যেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার সাধারণ সদস্যদের প্রতি সর্বদা সযত্ন ও সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করেন। উপরন্তু, আমেলার দায়িত্ব ঐসকল আহমদীদের সহায়তা করা, যারা কোন রূপ কষ্টের মধ্যে আছেন, বা যারা বেকারত্ব বা এমন কোন ব্যক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি রয়েছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোভিড-১৯ জনিত বিধি-নিষেধের কারণে অনেক আহমদী অধিকাংশ সময় ঘরে কাটাচ্ছেন, আর এর ফলে বিভিন্ন প্রকারের অস্থিরতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন বিষন্নতা, সৃষ্টি হতে পারে। এটি আপনাদের দায়িত্ব যে, তাদের কাছে পৌঁছেন ও তাদের স্পৃহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাদের পাশে দাঁড়ান। ... উপরন্তু, ন্যাশনাল আমেলার সদস্যদের স্থানীয় ও রিজিওনাল আমেলার সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বজায় রাখা উচিত। কেবল মিটিং-এর জন্য অথবা রিপোর্ট নেয়ার জন্য তাদেরকে ফোন করার পরিবর্তে, আপনাদের উচিত তাদের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। যদি তারা দেখেন যে, আপনারা তাদের জন্য আন্তরিক দরদ রাখেন, তবে তারা প্রকৃতিগতভাবেই তাদের সেবার মানকে বৃদ্ধি করতে এবং তাদের দায়িত্ব আরো ভালোভাবে পূর্ণ করতে অনুপ্রাণিত হবেন।"

হুযূর আকদাস ন্যাশনাল আমেলা সদস্যদের একে অপরের সাথে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা করার বিষয়ে তাগিদ দেন। উপরন্তু, তিনি বলেন যে, প্রত্যেক বিভাগের জন্য এটি আবশ্যক যে, তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে তাদের কাছে যেন হালনাগাদ তথ্য থাকে, যেন বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয় সহজে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি আবশ্যক যে আমেলার প্রত্যেক সদস্য যেন তাদের বিভাগের লক্ষ্যসমূহ অনুধাবন করেন এবং অধ্যবসায় ও দক্ষতার সাথে কাজ করে। জামা’তের নেযাম (ব্যবস্থাপনা কাঠামো) সত্যিই অসাধারণ এবং যদি এটি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়, তবে আমাদের কাজের পরিধি ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ‘জরুরী’ বা ‘স্বল্পকালীন’ কোন কাজে আমাদের সদস্যদের উৎকর্ষ ও দক্ষতার কোন তুলনা হয় না, কিন্তু, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতির অবকাশ রয়েছে।”

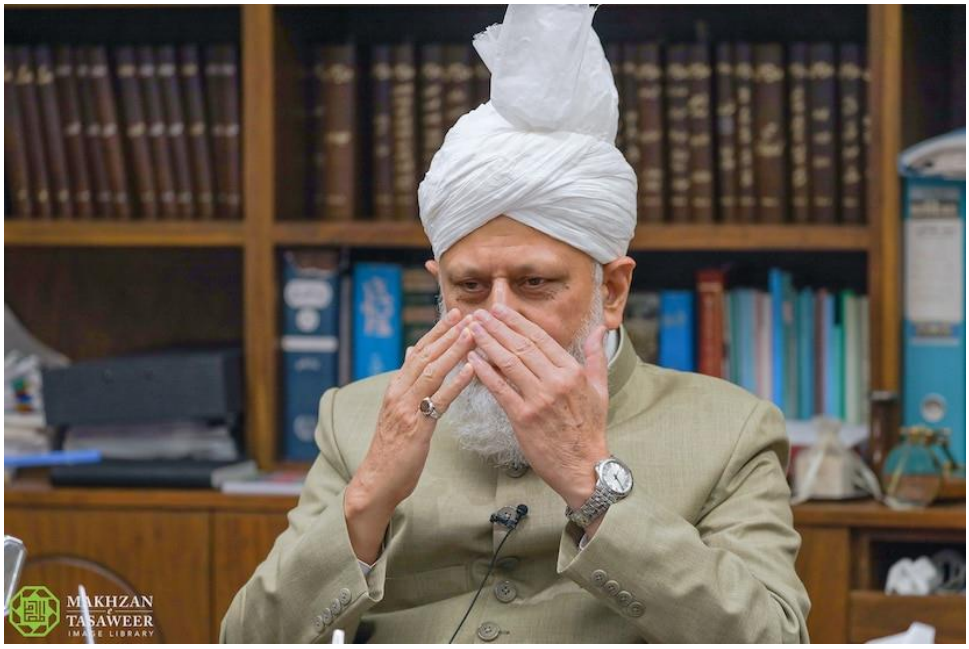

হুযূর আকদাস কানাডায় ওয়াকফে নও স্কীমের অগ্রগতির একটি হালনাগাদ রিপোর্ট চান। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে কানাডায় প্রদত্ত এক পূর্ণাঙ্গ জুমুআর খুতবায় হুযূর আকদাস ওয়াকেফীনে নও-দের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“ওয়াকফে নও ছেলেদের জামেয়া আহমদীয়াতে যাওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা উচিত। উপরন্তু, ওয়াকেফীনে নওদের মধ্য থেকে আমাদের এমন ডাক্তার, শিক্ষক ও দক্ষ পেশাজীবীদের নিরবিচ্ছিন্ন চাহিদা রয়েছে, যারা হাসপাতাল ও স্কুলসমূহে সেবা প্রদান করতে পারেন। আমাদের এমন ওয়াকফের প্রয়োজন নেই যারা কেবল (ওয়াকফে নও) নামটির বিষয়ে আগ্রহী, আর যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে সেবায় নিয়োজিত হতে আগ্রহী নয়। এমন সদস্যদের নাম ওয়াকফে নও-এর তালিকা থেকে বাদ দেয়া উচিত, যেন এ স্কীমের প্রকৃত সংখ্যা ও চিত্র স্পষ্ট হয়। যাহোক, ওয়াকফে নও বিভাগের শৈশব থেকেই ওয়াকেফীনে নও শিশুদের উদ্বুদ্ধ করা ও যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকা উচিত, যেন সেবার প্রকৃত প্রেরণা তাদের মাঝে সন্নিবেশিত হয়, এবং যেন আল্লাহ্ তা’লার খাতিরে তাদের মাঝে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বিকশিত হয়।”